

**প্রশ্ন ▶ ১** “চলে যায় মরি হয় বসন্তের দিন।  
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।।  
অধীর সমীর-ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,  
গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন।  
পুলকিত আশ্রয়ী ফাল্গুনেরই তাপে,  
মধুকর গুঞ্জরনে ছায়াতল কাঁপে।  
কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে  
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন।।”

[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬।]

- ক. ‘কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি’— কার কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বসন্ত বর্ণনার সাথে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার বসন্ত বর্ণনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মূল সুর ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ‘কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি’— চরণটির মাধ্যমে বিরহকাতর কবির কথা বলা হয়েছে।

**খ.** গঠনরীতির দিক থেকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি সংলাপনির্ভর হওয়ায় কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয়।

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটিতে মূলত কবি ও কবিভক্তের মাঝে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ নাটকীয়তাই কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত চরিত্রদুটির কথোপকথনের মাধ্যমে কবিতাটির বিষয়বস্তুর কিস্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে কবি হৃদয়ের নিপুণ ভাব এখানে নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন বলা হয়।

**গ.** কবি সুফিয়া কামালের ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশে বসন্ত ঋতুর আশ্রয়ে মানবমনের অনুভূতির একটি বিশেষ দিক গভীর তাৎপর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে।

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় স্মৃতিভারাতুর ব্যক্তিমনের বেদনার আবেগঘন প্রকাশ ঘটেছে। কবি এ কবিতায় বসন্ত-প্রকৃতির অনুষ্ণে ভর করে ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনাবোধের অসাধারণ অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। এছাড়া কবি সুফিয়া কামাল বসন্ত ও শীত ঋতুর প্রতীকে জীবনের কোমল ও বুদ্ধবুদ্ধকে উন্মোচন করেছেন কবিতাটিতে যা উদ্দীপকের কবিতাংশেও অনেকটাই পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের গীতিকবিতায় একটি স্নান বসন্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঋতু পরিক্রমায় প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির পরম আরাধ্যজনের অনুপস্থিতিতে আজ যেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর তাই বসন্তের শত সম্ভারের মাঝেও কবি তাঁর প্রিয়জনের অভাব অনুভব করছেন প্রগাঢ়ভাবে। অপরদিকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়ও কবির প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত বেদনা-ভারাতুর মনে বসন্ত রঙিন পরশ বোলাতে পারছে না। তাই বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ভক্তের প্রত্যাশিত বসন্ত-বন্দনার আবেদন। কেননা কবির মন তখনো বিদায়ী শীতের রিক্ততার হাথকারে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ কবিহৃদয়ের হৃদয়-যাতনা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাণীবৃপ পেয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়। আর এদিক থেকেই কবিতা দুটি পরস্পর সম্পর্কিত।

**ঘ.** ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ প্রকৃতির অনুষ্ণে নিবিড়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়, যা উদ্দীপকের মূল সুরও বটে।

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় বসন্ত ঋতুর আগমন উপলক্ষে কবি মনের অতীতচরিতার কষ্ট ফুটে উঠেছে। বসন্ত চির যৌবনের প্রতীক। সময়ের আবর্তনে প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও বিরহকাতর কবিহৃদয়ের কাছে আজ তা প্রকৃত অর্থেই মূল্যহীন। একদা পুষ্প, বৃক্ষ, পাখি তথা প্রকৃতির মহাসমারোহে কবিহৃদয়ের জীবন পূর্ণতা লাভ করলেও এখন তাঁদের মনে কেবলই শূন্যতাবোধের হাথকার।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বসন্তের আবেদন উপেক্ষিত থেকে গেছে। যদিও প্রকৃতির সর্বত্র বসন্তের চিত্ররূপময় প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে তথাপি প্রিয়জনের অনুপস্থিতিতে কবির হৃদয় আজ বিষণ্ণতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর তাই ঋতুরাজ প্রকৃতিতে নবযৌবন নিয়ে আসলেও কবির অন্তরে তা প্রত্যাশিত দাগ কাটতে পারেনি। বসন্ত রাগের পরিবর্তে উদাসীন কবির মনে তাই বাজছে বিরহের সুর। এভাবে উদ্দীপকের কবির বিরহ-বেদনার এ দিকটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির অন্তর্যাতনাকেই যেন তুলে ধরেছে সর্বতোভাবে।

‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় উদ্দীপকের কবির অন্তর্গত বিষাদই ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির চিরায়ত নিয়মে বসন্ত তার পরিপূর্ণ বৈভব নিয়ে উপস্থিত হলেও কবি আজ বসন্ত-বিমুখ। কেননা কবির অন্তরে বিরাজমান শীতের রিক্ততার হাথকারে ঢাকা পড়ে গেছে বসন্ত-প্রকৃতির সকল আয়োজন। আর তাই সৌন্দর্যের ডালা সাজিয়ে পদার্পণ করেও কবিমনকে তা আলোড়িত করতে পারেনি। কবিতার সর্বত্র ধ্বনিত হয়েছে বিয়োগ-বেদনার হাথকার। এ হাথকার ধ্বনি কবিতাটিকে যেমন ভিন্নতর ব্যঞ্জনা দিয়েছে উদ্দীপকের কবিতাংশেও তেমনি মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার যাতনা। আর এভাবেই বিষাদ-বেদনা প্রকাশের সূত্রে উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার অন্তর্গত দীর্ঘশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের মূল সুর ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার আলোকে যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ২** সালমা ও জামিল দাম্পত্য জীবনে সুখেই দিনাতিপাত করছিল। হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল জামিল। ছন্দপতন ঘটল সালমার সুখময় জীবনে। যদিও পরবর্তীকালে শামীম নামের এক ভদ্রলোকের সাথে সালমার আবার বিয়ে হয়। কিন্তু প্রথম স্বামীর স্মৃতি সে এক দিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। কারণ, সে ছিল তার সকল কাজের প্রেরণাদাতা। প্রতি বসন্তে সালমা প্রথম স্বামীর কথা স্মরণ করে একদম উদাসীন হয়ে যায় এবং স্বামীর কবরের পাশে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে। কেননা তার সেই ভালোবাসার মানুষটি বসন্তকালেই তাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেছে।

[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬।]

- ক. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা? ১
- খ. ‘কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের জামিলের সাথে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকের সালমার মনের কষ্ট আর ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কবির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এক সূত্রে গাঁথা’— আলোচনা করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা।



কবি শীতকে কুয়াশার চাদর পরিহিত মাঘের সন্ধ্যাসীমূপে কল্পনা করেছেন।

শীত প্রকৃতিকে দেয় রিক্ততার রূপ। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

উদ্দীপকের জামিলের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য কবিতাটি শীত ও বসন্ত ঋতুর পালাবদলের অন্তরালে কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের স্মরণেই রচিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যু কবির জীবনে যে রিক্ততার সৃষ্টি করেছিল, বসন্ত প্রকৃতির বর্ণনার অন্তরালে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

উদ্দীপকের জামিল হঠাৎ করেই দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যু স্ত্রী সালমার জীবনের হৃদপতন ঘটায়। পরবর্তীতে সালমার আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হলেও জামিলের কথা সে এক দিনের জন্যও ভুলতে পারেনি। সকল কাজের প্রেরণাদাতা জামিলের স্মৃতি সর্বদাই সালমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এদিকে আলোচ্য কবিতার কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনেরও আকস্মিক মৃত্যু হয়। ফলে কবির জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু কবির জীবনে আনে দুঃসহ বিষণ্ণতা। উদ্দীপকের জামিল ও আলোচ্য কবিতার সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু তাদের জীবনসঙ্গিনীর জীবনকে বিষাদময় রিক্ততায় ভরে তোলে।

“উদ্দীপকের সালমার মনের কষ্ট আর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এক সূত্রে গাঁথা”— আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ। কেননা উভয়েই প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় কাতর হয়েছেন।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি সুফিয়া কামালের স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ফলে কবির ব্যক্তিজীবনে ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা।

উদ্দীপকের সালমার স্বামী জামিল হঠাৎ করে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পরবর্তীতে পুনরায় বিয়ে করলেও জামিলের স্মৃতি তাকে সর্বদাই তাড়িয়ে বেড়ায়। একইভাবে আলোচ্য কবিতার কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুতে কবির জীবনও বিষাদময় রিক্ততায় ভরে ওঠে। হাহাকার নেমে আসে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে।

প্রিয়জনের মৃত্যু স্বভাবতই মানুষের হৃদয়কে শোকে কাতর করে তোলে। আর তা যদি হয় জীবনসঙ্গীর মৃত্যু তবে তা আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। সর্বদা তার অনুপস্থিতি হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। আলোচ্য কবিতার কবির স্বামী ছিলেন তাঁর সকল কাজের উৎসাহদাতা। এমন একজন জীবনসঙ্গী হারিয়ে কবি নিমজ্জিত হন সীমাহীন কষ্টের সাগরে। ফলে বসন্ত এলেও কবিমনে শিহরণ জাগে না বরং তার হৃদয়জুড়ে থাকে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। এ রকম পরিস্থিতি হয়েছে উদ্দীপকের সালমার ক্ষেত্রেও। প্রাণপ্রিয় স্বামী জামিলের মৃত্যুতে তার সুখময় জীবনের হৃদপতন ঘটেছে। স্বামী হারানোর প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সালমার কষ্ট ও কবির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ একই সূত্রে গাঁথা। অতএব, প্রস্তোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঋতুরাজ বসন্তে প্রকৃতি এক নতুন সাজে সজ্জিত হয়। শীতের শুষ্কতা কাটিয়ে প্রকৃতি তখন নব যৌবন লাভ করে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুলে ফুলে ভরে যায় অবিরত মাঠ-ঘাট ও বাগান। আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধে তখন চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। এই ঋতুতে বিরহীদের মন প্রিয়জনের সান্নিধ্য খোঁজে। তাদের কথা বেশি বেশি মনে পড়ে। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাব তখন মানব মনে পড়ে। কবি-সাহিত্যিকগণ তখন নতুন নতুন সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

ক. মাঘের সন্ধ্যাসী কোথায় চলে গিয়েছে? ১

খ. বসন্তের আগমন সত্ত্বেও কবির নীরব ভূমিকা পালনের কারণ কী? ২

গ. 'প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে'— উদ্দীপকের উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত বসন্তের রূপচিত্র এবং উদ্দীপকের ঋতুরাজের রূপচিত্র একই অর্থে সমার্থক— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মাঘের সন্ধ্যাসী পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গেছে।

খ. প্রিয়জন হারানোর বিষাদময় স্মৃতি ভুলতে না পারার কারণে কবি নীরব ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনোজগৎ জুড়ে বিরাজ করছে শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি। প্রিয়জনের করুণ বিদায়ের ফলে কবিমনে যে বেদনার ছায়াপাত রেখে গেছে তা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। কবির এই নীরবতার কারণটি যেন প্রকৃতির চিরাচরিত পরিস্থিতির মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান কবি স্বাভাবিকভাবেই নিরাসক্ত, নিরাবেগ ও নীরব হয়ে পড়েন।

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিমনের বিষণ্ণতা প্রকৃতি সংলগ্নতার উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিক দিয়ে উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে আলোচ্য কবিতার কবিমনের সাদৃশ্য বিদ্যমান। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিমনের প্রত্যাশিত আনন্দের উৎস। আর প্রকৃতির সৌন্দর্য যে মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস— এ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে।

উদ্দীপকের মতো 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতেও মানবমনে প্রকৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বসন্ত-প্রকৃতির অপবূর্ণ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দ শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে-হৃদে-সুরে ফুটিয়ে তুলবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বসন্তের আবির্ভাবের আগেই কবির প্রিয়তম স্বামী কুহেলিকার অন্তরালে চলে যাওয়ায় ঋতুরাজ বসন্তের ঐশ্বর্য কবিকে আধৃত করতে পারেনি। ব্যক্তিজীবনের দুঃসহ বিষণ্ণতার কারণে বসন্ত-প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবি উন্মাতাল হতে পারেন না; বরং রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতএব বলা যায়, 'প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে'— উদ্দীপকের উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে যথার্থ।

ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের কথা বলা হয়েছে। ফাগুন মাস বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। বসন্তে প্রকৃতি যেন নতুন সাজে নিজেকে সজ্জিত করে। চারদিকে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুল ফোটে নতুনত্বের বার্তা নিয়ে। বাতাবি লেবু, ফুল ও আমের মুকুলের সুগন্ধে চারপাশ ভরে ওঠে।

ঋতুরাজ বসন্ত পত্র-পুষ্প-মঞ্জরিতে যখন সজ্জিত হয় সমগ্র প্রকৃতিতে তখন বয়ে যায় আনন্দের হিলোল। বসন্তের মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাসে মানুষের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। একইভাবে উদ্দীপকেও বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বসন্ত-প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই মানবমনে আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। বসন্তের সৌন্দর্য প্রকাশে উদ্দীপকে বলা হয়েছে— 'গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুলে ফুলে ভরে



যায় অব্যবহিত মাঠ-ঘাট ও বাগান। আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধে তখন চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য উপস্থাপিত হয়েছে। বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবু ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দ্বিধাদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। প্রকৃতি সেজে ওঠে আপন সৌন্দর্যে।

অতএব বলা যায়, 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত বসন্তের রূপচিত্র এবং উদ্দীপকের ঋতুরাজের রূপচিত্র একই অর্থে সমার্থক— উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৮** সে চলে গেছে বলে কিগো স্মৃতি কি তার যায় ভোলা  
আজো মনে হলে তার কথা, মর্মে যে মোর দেয় দোলা ॥  
ঐ প্রতিটি ধূলিকণায়, আছে তার ছোঁওয়া লেগে হেথা  
আজো তাহারি আসার আশায়, রাখি মোর ঘরের সব দ্বার খোলা।  
হেথা সে এসেছিল যবে ঘর ভরে ছিল ফুল উৎসবে  
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে, তার হারগাথা আর ফুল তোলা ॥

(য. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির হাহাকারের দৃশ্য যেন উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটির বিরহবেদনার বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোবেদনার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ যে বর্ণনা, তার সাথে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি"— মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই করো। ৪

#### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়।

**খ.** 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' বলতে কবি শীতের রিস্ততার কথা বুঝিয়েছেন।

শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়, গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে রয়েছে শীতের রিস্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিস্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পুত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

**গ.** প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় যে হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকেও বিদ্যমান।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপত ঘটেছে। কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। দুঃসহ বিষয়গতায় ভরে ওঠে তাঁর জীবন।

উদ্দীপকে প্রিয়জন হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে। প্রিয়জন দূরে চলে গেলেও হৃদয়ে তার স্মৃতিরাই আনাগোনা করতে থাকে। তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে অবুঝ মন। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির স্বামী মারা যাওয়ায় কবিমন শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। ফলে বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বেজে ওঠে বিষাদের সুর। প্রিয়জনকে হারালে হৃদয়ের যে করুণ অবস্থা হয় তা উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মনোবেদনার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ এক বর্ণনা রয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

আলোচ্য কবিতাটিতে প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। বসন্তের আগমন কবি মনকে শিহরিত করার কথা থাকলেও তাঁর শোক যেন তাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তার স্মৃতি কখনো ভোলা যায় না। তার ফিরে আসার জন্য মন সর্বদাই অপেক্ষা করতে থাকে। আবার, 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও প্রিয়জন বিয়োগের দিকটি ফুটে উঠেছে। তবে এখানে কবির মনোবেদনা ও প্রকৃতির বিষয়গত একইসূত্রে গাঁথা।

বসন্ত-প্রকৃতির অপবূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে-হৃন্দে-সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় কবি স্বামীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন বলে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হওয়া সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই বসন্তের মাঝেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে থাকে রিস্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। কবির জীবনের দুঃসহ বিষয়গত প্রকৃতির সাথে তাঁর মনের সংযোগকে ছিন্ন করেছে। এই যে কবির মনোবেদনার প্রকৃতি ঘনিষ্ঠরূপ তা উদ্দীপকে নেই। উদ্দীপকে রয়েছে বিরহবেদনার এক আবেগী বহিঃপ্রকাশ যেখানে প্রকৃতিঘনিষ্ঠতার দিকটি অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকটির বিরহবেদনার বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোবেদনার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ যে বর্ণনা, তার সাথে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি"— মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৯** বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি যেন ভিন্ন এক রূপের পসরা সাজায়।  
বিলের বুকে কলমিলতা, শাপলার অনাবিল সৌন্দর্য, পানকৌড়ির  
লুকোচুরি— কার না ভালো লাগে। কিন্তু শিল্পী নাজমা বিলের ধারে বেড়াতে  
এসেও যেন কেন আনমনা হয়ে আছেন। এমনি এক বর্ষায় নৌকাডুবিতে  
চিরতরে হারিয়ে যায় তার স্নেহের দুটি ভাই-বোন। শাপলা-শালুকভরা শাশ্বত  
বাংলার বর্ষা প্রকৃতি দেখেও আজ তাই কণ্ঠশিল্পী নাজমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না  
কোনো গান। তার হৃদয় জুড়ে শুধুই বিষয়গত। (য. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬। কবি  
বিদ্যাবিদ্যাদার কলকাজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী'— পঙক্তির তাৎপর্য আলোচনা করো। ২
- গ. "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার সাথে উদ্দীপকটির বিষয়গত প্রচুর বৈসাদৃশ্য রয়েছে"— বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের কণ্ঠশিল্পী নাজমার সাথে কবি বেগম সুফিয়া কামালের শিল্পী সত্তার তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে"— উক্তিটির মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

**খ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ.** প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও শিল্পীসত্তার মিল থাকা সত্ত্বেও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা এবং উদ্দীপকের বিষয়গত প্রচুর বৈসাদৃশ্য বর্তমান।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণত বসন্ত প্রকৃতি মানবমনকে আনন্দে আপ্ত করলেও কবিতায় দেখি কবি তাঁর প্রিয় হারানোর বেদনায় এতটাই বিহ্বল যে বসন্ত তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছে না। সেইসঙ্গে কবি ও কবিভক্তের নাটকীয় কথোপকথন কবিতাটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

উদ্দীপকে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্কের বিষয়টি রয়েছে, এ ছাড়া রয়েছে প্রিয়জন হারানোর বেদনা। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বিচ্ছেদ বেদনার এ দিকটির উল্লেখ থাকলেও বিষয় বৈচিত্র্যগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কবিতায় আছে বসন্ত প্রকৃতির কথা, কিন্তু উদ্দীপকে আছে বর্ষা



প্রকৃতির কথা। কবিতায় মাধবী কুঁড়ি, বাতাবি লেবুর ফুল, আমের মুকুলের কথা বলা আছে, উদ্দীপকে আছে কলমিলতা, শাপলা ফুলের উল্লেখ। উদ্দীপকে বিষয়গত ভূগর্ভে একজন কণ্ঠশিল্পী, যেখানে কবিতায় বিষয়গত ভূগর্ভে কবি নিজেই। কবিতায় কবির বেদনার কারণ স্বামী নেহাল হোসেনের মৃত্যু আর উদ্দীপকে কণ্ঠশিল্পী নাজমার বেদনার কারণ প্রিয় ভাই-বোনের মৃত্যু। আর এই সব বৈপরীত্য 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা এবং উদ্দীপকের বিষয়গত প্রচুর বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

**ঘ** বিষয়গত কিছু ভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দীপকের কণ্ঠশিল্পী নাজমার সঙ্গে কবি সুফিয়া কামালের তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততা ও বিষয়গত হ্রাস। কবির মন প্রিয়জন হারানোর দুঃখে ভারাক্রান্ত। তাই বসন্ত তাঁর মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জাগাতে পারছে না। তাই কবি বসন্তকে বন্দনা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় বিলের বুকে কলমিলতা, শাপলার অনাবিল সৌন্দর্য, পানকৌড়ির লুকোচুরি কোনো কিছুই মনে ধরছে না কণ্ঠশিল্পী নাজমার। এমনই বর্ষার দিনে নৌকাডুবিতে তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর স্নেহের ভাই ও বোনকে। তাই শাস্ত্রত বাংলায় বর্ষা প্রকৃতিতে সাড়া দিয়ে নাজমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না কোনো গান। একইভাবে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি প্রিয়জন হারানোর বেদনায় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বরণ করতে পারেন না।

উদ্দীপকের নাজমা কোনো এক বর্ষায় নৌকাডুবির কারণে ছোট ভাই-বোনদের হারিয়ে ফেলেন। এজন্যে তাঁর মনে আর কোনো বর্ষার সৌন্দর্য প্রভাব ফেলতে পারে না। উদ্দীপক ও কবিতায় নাজমা ও কবি সুফিয়া কামাল উভয়েই প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আচ্ছন্ন। তাঁদের শিল্পীসত্তা যেন বেদনায় আচ্ছন্ন। আর এদিক থেকেই উল্লেখিত দুজনের তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে। অতএব, প্রস্তোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৬** মুখে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে

স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনার  
রঙে রঙে ছবি আঁকে।

কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে গেল

আকাশ কি মনে রাখে? *[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. কবি সুফিয়া কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. ব্যাখ্যা কর: 'ওগো কবি, অভিমান করিলে কি তাই?' ২

যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ছোট পরিসরে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাব ধরতে সক্ষম হয়েছে।" — প্রমাণ করো। ৪

#### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কবি সুফিয়া কামাল বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** বসন্ত সম্পর্কে উদাসীন থাকায় কবির প্রতি কবি-ভক্তের এই অনুযোগ।

কবি ভক্ত কবির কাছে বসন্ত বন্দনা গীতি শুনতে চান কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনায় কবির মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। তিনি বসন্তকে যথার্থ সমাদর করতে পারছেন না। কিন্তু কবি ভক্তের কাছে মনে হয়েছে কবি যদি বসন্তকে বন্দনা না করে তবে বসন্তের আগমনই বৃথা হয়ে যাবে। তাই কবি ভক্ত অনুযোগ করে বলেছে— 'যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।'

**গ** বেদনা প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। সেই দুঃখময় ঘটনার রেশ কবির জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। কবিকে করে তুলেছে বেদনার্ত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে কবি বেদনার্ত হয়েছেন। স্মৃতির কবির হৃদয়ে যেন বেদনার রঙেরঙে ছবি আঁকে। কবির এই বেদনার কথা আকাশ মনে রাখে কী না কবির মনে এই প্রশ্ন জাগে। এদিকে, 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও কবির বেদনার্ত হৃদয়ের অবস্থা ফুটে উঠেছে। কবির জীবনসঙ্গী ও সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা। এই শূন্যতা কবির জীবনকে বেদনাময় করে তোলে। বসন্তের রূপ-সৌন্দর্যও এই বেদনাকে হালকা করতে পারে না। এভাবে বেদনা প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকটি ছোট পরিসরে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে — মন্তব্যটি যথার্থ।

আলোচ্য কবিতায় কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় কবি মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি মন পুরোনো দিনের সুখস্মৃতি মনে করে বেদনার্ত হয়েছে। সুখের সেই স্মৃতিগুলো কবির হৃদয়ে বেদনার রঙে যেন ছবি আঁকে। এদিকে, আলোচ্য কবিতার কবিও বেদনা ভারাক্রান্ত। তার এই বেদনার মূলে রয়েছে জীবনসঙ্গীর মৃত্যু।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাজুড়ে কবির বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পরিচয় মেলে। জীবনসঙ্গীকে হারানোয় কবির জীবনে নেমে এসেছে রিক্ততার সুর। এই রিক্ততা কবির হৃদয়ে হাথকার তোলে। বসন্তের সৌন্দর্যও কবিকে স্পর্শ করতে পারে না। বসন্তেও তাই কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। বেদনার সুরই আলোচ্য কবিতার মূলভাব, যা উদ্দীপকের কবিতাংশেও ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, প্রস্তোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৭** জানালার শারিতে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ফোটাগুলো মনে করিয়ে দেয়, ফেলে আসা শরতের পরিষ্কার আকাশ, পূজোর ঢাকঢোলার শব্দ, অস্থানে মাঠের নতুন ধানের গন্ধ, মনে পড়ে যায় মার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার সেই সুন্দর সময়গুলোকে। আজ ১০ বছর হলো আমি দেশের বাইরে। মার মুখটা মনে হলেই ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে মায়ের ভালোবাসা ঘেরা সেই ছোট বাড়িতে ফিরে যেতে। *[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. কুহেলি শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?' — উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রকৃতির সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতির বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসার রূপ একসূত্রে গাঁথা — বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কুহেলি শব্দের অর্থ কুয়াশা।

**খ** 'উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?' — উক্তিটি দ্বারা কবিভক্ত কবির কাছে ঋতুরাজ বসন্তকে উপেক্ষা করে ব্যথা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবিভক্ত লক্ষ করেছেন তার প্রিয় কবি বসন্ত-বন্দনা করে কবিতা লিখছেন না। ফলে ব্যথিত ও হতাশ কবিভক্ত কবিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এর কারণ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। উদ্ভূত উক্তিটি দ্বারা ঋতুরাজ বসন্তকে উপেক্ষা করার কারণ কী — তা জানতে কৌতূহলী কবিভক্ত কবির কাছে প্রশ্ন রেখেছেন।



৭। ভাষণত দিক দিয়ে উদ্দীপকের প্রকৃতির সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। রূপায়িত মায়ের সন্ন্যাসীবৃন্দ প্রিয়জনের বিদায়বেলার হাছাকার কবির মনে ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতি এখানে শূন্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মাতৃভূমির অপবিত্র প্রকৃতির দিক প্রকাশ পেয়েছে। দূরে আছে তাই জন্মভূমির কাটানো দিনগুলোর কথা স্মরণ রেখে বিষণ্ণ হয় মন। শরতের পরিষ্কার আকাশ, নতুন ধানের গন্ধ, বৃষ্টিভেজা দিন সবকিছুই মনে পড়ে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকটি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় প্রকৃতিকে কবি দেখেছেন রক্ত হিসেবে। শীতের প্রকৃতিকে বসন্তের বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে। শীত যেন সর্ববিস্তৃত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেই উদ্দীপকের প্রকৃতি ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রকৃতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য নির্ণিত হয়।

৮। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্মৃতিকাতরতার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। দুঃসহ বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে তার জীবন।

উদ্দীপকে মাতৃভূমি ছেড়ে দূরে থাকার কারণে স্মৃতিকাতরময় অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। মাতৃভূমিতে কাটানো দিনগুলো তাড়িয়ে বেড়ায়। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, শরতের পরিষ্কার আকাশ, মায়ের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো স্মরণ করে বিষণ্ণ হয় মন। মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে হয় বলে মায়ের ভালোবাসা পেতে উন্মুখ হয়ে থাকে চিত্ত।

উদ্দীপকে ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রিয়জনকে ছেড়ে থাকার কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য কবিতার কবি স্বামী হারানোর বেদনায় বেদনার্ত, তাঁর কাব্যসাধনায় নেমে আসে স্ববিরতা। বসন্ত প্রকৃতি কবিকে আগের মতো আকৃষ্ট করে না। উদ্দীপকের কথকও বিষণ্ণ থাকে ফেলে আসা স্মৃতিময় দিনগুলো স্মরণ করে। প্রিয়জনের সাথে কাটানো দিন তাকে বেদনার্ত করে তোলে। উদ্দীপকের কথক ও কবিতার কবি উভয়ই বিষণ্ণ, বেদনার্ত, স্মৃতিকাতর মন তাদের বারবার নিয়ে গেছে হারানো দিনের কাছে। এ অভিব্যক্তি প্রকাশে উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে প্রেক্ষাপটগত বৈসাদৃশ্য আছে। কেননা, একজন প্রিয়জনকে হারিয়েছে, অন্যজন প্রিয়জনকে ছেড়ে দূরে আছে। সুতরাং—প্রস্তোত্ত উত্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই

নয়নেরও মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাই।

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। এর নম্বর-৬/]

- ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছে? ১
- খ. 'কুহেলী উত্তরী তলে মায়ের সন্ন্যাসী'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই'— উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয় তা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

৭। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৮। সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। উদ্দীপকের 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই' উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির স্বামী হারানোর দুঃখময় অনুভূতির বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে শূন্যতা নেমে আসে। তাই কবি বসন্তকে বরণ করে নিতে কুষ্ঠাবোধ করেন। কবি তাঁর প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। তাকে ভুলতে পারেননি। শীতের রক্ত আবহাওয়া কবিকে তাঁর প্রিয়জনকে মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার দুটি চরণে প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখময় চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রিয়জন কবির সামনে নেই কিন্তু নয়নের মাঝে সে অবস্থান করছে। উদ্দীপকের কবি তাঁর অনুভবে প্রিয়জনকে খুঁজে পান। একইভাবে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবিরও প্রিয়জন পাশে নেই কিন্তু তিনি তাকে হৃদয়ে অনুভব করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই'— উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখময় অনুভূতির বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়।

৮। উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে— কথটি যথার্থ।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল ব্যক্তিগত জীবনের একটি দুঃখময় ঘটনাকে উপজীব্য করে কবিতাটি রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে শূন্যতা নেমে আসে। রক্ততর হাছাকারে বিষণ্ণ কবি শীতের রক্ততার মাঝে প্রিয়জনকে অনুভব করেন। প্রিয়জন তার সম্মুখে নেই কিন্তু তাকে কবি হৃদমাঝারে ঠাই দিয়েছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির প্রিয়জন হারানোর হাছাকার প্রকাশ পেয়েছে। কবির প্রিয়জন তার সম্মুখে নাই কিন্তু তাকে তিনি দেখতে পান। কারণ তিনি তাকে নয়নে স্থান দিয়েছেন। এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, যে প্রিয়জনকে হৃদয়ে স্থান দেয়া হয়েছে, সে চোখের সামনে না থাকলেও অনুভবে তাকে কাছে পাওয়া যায়।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি প্রিয়জনকে হারিয়েছেন ঠিকই। তারপরও কবি তাঁর প্রিয়জনকে হৃদয়ে ঠাই দিয়েছেন। তাই কবি শীতের রক্ততায় প্রিয়জনকে অনুভব করেন। উদ্দীপকেও প্রিয়জনকে হারানোর পর তাকে হৃদয়ে অনুভব করার বিষয়টি দেখা যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

প্রশ্ন ২। ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজে না আর,  
ওড়েনা পাখি আঁকাবাঁকা সাদা ঝাঁক  
নদী জলের ঢেউগুলো নির্বাক  
ভেতরে আমার ডেঙে পড়ে শুধু পাড়।

[সফিটকিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ। এর নম্বর-৬/]

- ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. "যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজেনা আর' এর দহন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির অন্তর্দহন— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

৭। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।



খ। বসন্ত সম্পর্কে উদাসীন থাকায় কবির প্রতি কবি-ভক্তের এই অনুরোধ।

কবিভক্ত কবির কাছে বসন্ত বন্দনা গীতি শুনতে চান কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনায় কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তিনি বসন্তকে যথার্থ সমাদর করতে পারছেন না। কিন্তু কবিভক্তের কাছে মনে হয়েছে কবি যদি বসন্তকে বন্দনা না করেন তবে বসন্তের আগমনই বৃথা হয়ে যাবে। তাই কবিভক্ত অনুরোধ করে বলেছে— 'যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।'

গ। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির আপনজন হারানোর অপার বেদনার সঙ্গে উদ্দীপকের কবির বেদনার সঙ্গতি রয়েছে।

আপনজন বিশেষ করে জীবনসঙ্গীকে হারানোর বেদনা কবি সাহিত্যিককেও উদাসীন করে তোলে। প্রকৃতির বসন্তকালীন সৌন্দর্যেও তাদের মন আলোড়িত হয় না বরং বিরহবেদনায় বিষন্ন হয়। চেতনা অস্ফুট হয়। আলোচ্য কবিতায় এ বিষয়টি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবির হৃদয় কোনো এক অন্তর্বেদনায় ভারাক্রান্ত। জীবন নদীর কূলে তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁর ভেতরে বেদনার দহন। আলোচ্য কবিতার কবিও অন্তর্বেদনায় ভারাক্রান্ত। তাঁর জীবনসঙ্গী তাকে ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। তাই কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। বসন্তের আগমনী গান তাকে আকৃষ্ট করেছে না। তাই উদ্দীপকের কবির বেদনার সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির বেদনা সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রিয়জন হারানোর বেদনা কবির শিল্পীসত্তার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে উদ্দীপকেও তার প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য কবিতায় কবির ব্যক্তিগত দুঃখবোধ তাঁর কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে। বেদনায় আবিষ্ট কবির কাছে তাই বসন্তের সৌন্দর্য ম্লান। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় কবি হৃদয়ের দুঃখ তাঁর কাছে বসন্তের আগমনকে নিষ্পত্ত করে তুলেছে।

উদ্দীপকের কবি প্রিয়জন হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন। তাঁর বিষন্ন মন তাঁর শিল্পীসত্তায় প্রভাব ফেলেছে। বেদনায় আবিষ্ট তাঁর মন। জীবনের হৃদয় হারিয়েছেন তিনি। তাঁর ভেতরে কেবলই দুঃখের ঢেউ গুঞ্জর তোলে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও দেখা যায়, প্রিয়জন বিয়োগ শোকাক্ত কবির বেদনাক্লিষ্ট রূপ।

ব্যক্তিগত দুঃখবোধে আচ্ছন্ন কবি যেমন বসন্তকে বরণ করতে পারেনি তেমনি উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও ব্যক্তিগত দুঃখবোধে আচ্ছন্ন। বসন্তে যেখানে কবির ভাব ও হৃদয়ের মিলনে অনুপম কাব্য সৃষ্টি হওয়ার কথা সেখানে কবি উদাসীন থেকেছেন রিক্ত শীতের প্রতীকে প্রিয়জন হারানোর বেদনায়। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে কখনো কখনো জীবন থেকে হারিয়ে যায় স্বাভাবিক হৃদয়। তাই উভয় কবির জীবনে নিরানন্দ ঘনীভূত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজেনা আর' এর দহন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবিরই অন্তর্দহন।

প্রশ্ন ১০। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে তথা পহেলা বৈশাখে উৎসবে যেতে উঠেছে সবাই। কিন্তু মোমেনার মনে বিষাদের কালো ছায়া। তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে সে বাকবৃন্দ ও শোকাহত। শোক ব্যথায় মোমেনার হৃদয় হাহাকার মখিত। গত বছর মোমেনা তার ছেলেকে নিয়ে পহেলা বৈশাখের উৎসবে যেতে উঠেছিল। মোমেনার জীবনে এখন সেটা শুধুই স্মৃতি। পুত্রের মায়াময় মুখটির কথা স্মরণ করে মোমেনা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে।

[[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুমিল্লা]] প্রশ্ন নম্বর-৭/

ক. ঋতুর রাজন কী লাভ করেনি বলে কবির জিজ্ঞাসা? ১

খ. 'বসন্ত বন্দনা তবে কণ্ঠে শূনি এ মোর মিনতি।'— কবি কেন এ মিনতি করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের মোমেনা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বজনহারা শোক-ব্যথা মানুষের সংবেদনশীল মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বদা। মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ঋতুর রাজন পুষ্পারতি লাভ করেছে কিনা এটাই কবির জিজ্ঞাসা।

খ. বসন্তের আগমনে কবির উদাসীনতা দেখে কবিভক্ত কবিকে কাব্য রচনায় মিনতি করেছে।

প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। কিন্তু বসন্তের আগমন সত্ত্বেও কবির সেদিকে কোনো লক্ষ নেই। উদাসীন কবির এ অবস্থায় কবিভক্ত তাকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। বসন্তের বন্দনায় তাই কবিকে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করার মিনতি করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের মোমেনা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে।

উদ্দীপকের মোমেনার হৃদয় একমাত্র পুত্রশোকে আচ্ছন্ন। বাংলা নববর্ষের আগমনে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে আনন্দ ও উচ্ছাসের ছোঁয়া লাগে। সবাই উৎসবে মেতে ওঠে। কিন্তু পুত্রকে হারানোর শোকে মোমেনা বাকবৃন্দ ও শোকাহত আগমনেও তার মাঝে প্রাণের উচ্ছাস নেই। তার এই শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের সুরই যেন আলোচ্য কবিতার কবিহৃদয়ে বিষাদময় হয়ে বাজছে। আর আমাদেরকে কবির অন্তরের রিক্ততার সুরকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি হারিয়েছেন স্বামীকে আর উদ্দীপকের মোমেনা হারিয়েছেন পুত্রকে। স্বজনহারা শোকব্যথা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বদা।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে বিষাদময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তরজুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। রিক্ততা আর বেদনায় উদ্দীপকের মোমেনাও নববর্ষকে স্বাগত জানাতে পারছে না।

উদ্দীপকের মোমেনা আগের বছরের নববর্ষও ছেলেকে নিয়ে উদ্‌যাপন করেছেন। কিন্তু এই বছর ছেলে নেই বলে নববর্ষ তাকে স্পর্শ করছে না। শোকব্যথায় তার হৃদয় হাহাকারে মখিত। শোকব্যথার এই হাহাকার আলোচ্য কবিতার কবির পঙ্কতিতেও লক্ষণীয়। কবিমন শোকাচ্ছন্ন বলেই বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এলেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি ও উদ্দীপকের মোমেনা দুজনেই স্বজনকে হারিয়েছেন। কবি হারিয়েছে স্বামীকে আর মোমেনা হারিয়েছেন একমাত্র ছেলেকে। স্বজন-হারা শোকব্যথা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। এই শোক এমনই যে, বসন্তের আগমন কবির অন্তরকে স্পর্শ করে না। অন্যদিকে উদ্দীপকের মোমেনা নববর্ষের আগমনে উচ্ছসিত হতে পারে না। কারণ, স্বজন-হারা শোকব্যথা মানুষের সংবেদনশীল মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বদা।

প্রশ্ন ১১। এমন আগ্রাসী ঋতু থেকে যতই ফেরাই চোখ

যতই এড়াতে চাই তাকে, দেখি সে অনতিক্রম্য।

বসন্ত কবির মতো রচে তার রমা কাব্যখানি

নবীন পল্লবে, ফুলে ফুলে। বুঝি আমাকেও শেষে

গিলেছে এ খল-নারী আপাদমস্তক ভালোবেসে।

[[দারায়শগঞ্জ কমান্স কলেজ]] প্রশ্ন নম্বর-৭/

ক. 'মাধবী' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?' কবি এ কথা কেন বলেছেন? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চিত্র উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ফুটে উঠেছে।"— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪



ক। 'মাধবী' শব্দের অর্থ বাসন্তী লতা।

খ। আপনজনের বিচ্ছেদ-বেদনায় শোকাভূত কবির উদাসীন্যই প্রশ্লোক্ত জিজ্ঞাসার কারণ।

বসন্ত-প্রকৃতির অপবূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দ-শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে নানাভাবে, ছন্দে, সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির মন শোকাচ্ছন্ন ও বেদনা-ভারাতুর হওয়ায় বসন্তের আগমন সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। আর তাই ভক্তের মুখে বন্দনাগীতি রচনার প্রার্থনা শুনে বসন্তের আগমন বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন তিনি। আলোচ্য চরণটির মধ্য দিয়ে কবির সে জিজ্ঞাসাই ব্যক্ত হয়েছে।

গ। উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির নিত্য প্রবহমানতা ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতি সর্বদাই তার আপন গতিতে চলে। সময়ের আবর্তে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে সজ্জিত করে। কেউ প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক প্রকৃতি তার আপন গতিতে চলতে থাকে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি বসন্তকে যতই এড়াতে চান, পারেন না। কারণ সে অনতিক্রম্য। কবি যতই তার থেকে চোখ ফেরান না কেন, বসন্ত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। তার আগমনে প্রকৃতিতে যেন উৎসব শুরু হয়েছে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। নতুন ফুলের সৌরভে মুখরিত হয়েছে চারদিক। কবি তার থেকে চোখ ফেরালেও বসন্ত থেমে থাকেনি। সে আপন গতিতে চলমান। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও দেখা যায়, প্রিয়জনের মৃত্যুতে কবিমনে প্রচণ্ড শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এদিকে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে। তবুও কবি নীরব। কেননা তার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে রিক্ততার হাথকারে। তবে কবি বসন্তবিমুখ হলেও বসন্ত তার আপন মহিমা নিয়ে নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে। উদ্দীপকেও প্রকৃতির এই নিত্য বহমানতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ। উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ফুটে উঠেনি— মন্তব্যটি যথার্থ।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশ প্রকৃতি নির্ভরতায় একই বিন্দুতে অবস্থিত। বসন্ত চির যৌবনের প্রতীক। সময়ের আবর্তে প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও আনমনা কবিহৃদয় আজ তা থেকে নিজেদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির তাতে কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু তিনি বসন্ত থেকেই যতই চোখ ফেরাতে চান, পারেন না। যতই তাকে এড়াতে চান ব্যর্থ হন। বসন্ত তার সৌন্দর্য নিয়ে প্রকৃতিতে নবরূপে হাজির হয়েছে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, ফুলে ফুলে ভরে গেছে বাগিচাগুলো। এই সৌন্দর্য থেকে কবি যতই চোখ ফেরাতে চান বসন্ত ততই তার হৃদয়ে জেঁকে বসে। বসন্ত তার সৌন্দর্য দিয়ে কবিচিন্তকে হরণ করে নেয় তার অজান্তেই।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাত্পর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণত বসন্ত প্রকৃতি মানবমনকে আনন্দে আপ্ত করলেও এ কবিতায় দেখা যায় কবি তাঁর প্রিয়জন হারানোর বেদনায় এতটাই বিহ্বল যে, বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছে না। উদ্দীপকে দেখা যায়, কবি বসন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে শত চেষ্টা করেও নিজের মনকে বিরত রাখতে পারছেন না। আলোচ্য কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব হলো— প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং বসন্ত বন্দনায় কবির বিমুখতা। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়নি। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন-১২ 'এই যে আসুন, তারপর কী খবর?

আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে? কিছু আলাপের পর দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন, পাথরের টুকরোর মতন ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে বছর তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।'

[পর্শীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কতটি চরণ রয়েছে? ১

খ. 'ডেকেছে কি সে আমারে?'

শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ফটোগ্রাফটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ভাবকে প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবটিই 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর।— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

### ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ত্রিশটি চরণ রয়েছে।

খ. আলোচ্য অংশে বসন্তের প্রতি কবির উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। কিন্তু কবির বসন্তের আগমনের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। কবিভক্ত যখন কবিকে বসন্তের আগমনের ব্যাপারে জানান। তখন কবি উন্মনা হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, বসন্তের আগমন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। বসন্ত আগমনের খবর না রাখার মধ্য দিয়ে কবির উদাসীনতা প্রকাশ করেছে।

গ. উদ্দীপকের ফটোগ্রাফটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রিয়জন হারানোর বেদনাবহ ভাবটি প্রকাশ করেছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। প্রিয়জন দূরে চলে গেলেও তার স্মৃতি হৃদয়ে আনাগোনা করতে থাকে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির স্বামী মারা যাওয়ার স্মৃতিতে কবি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ব্যক্তিজীবনের শোকের কারণে প্রকৃতির সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়ছে না।

উদ্দীপকে কবির প্রিয় সন্তান হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে। একটি ফটোগ্রাফের মাধ্যমে বিষয়টি কবি মূর্ত করে তুলেছেন। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও কবির স্বামী হারানোর শোক কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফটোগ্রাফটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি হৃদয়ের শোকাবহ ভাবটিকে প্রকাশ করেছে।

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর।"— মন্তব্যটি আংশিকভাবে সত্য।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পেয়েছে। বসন্ত কবি মনে অফুরন্ত আনন্দ সৃষ্টি করে। কিন্তু কবির হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত ও শোকাচ্ছন্ন হওয়ায় বসন্তের সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। কবিতায় নাটকীয় গঠনরীতিতে কবি মনের প্রিয়জন হারানোর বিষাদময় রিক্ততার সুর প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে কবির প্রিয় সন্তানকে হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে। বাড়িতে আগত অতিথিকে মৃত পুত্রের ছবি দেখিয়ে অতীত শোকাবহ স্মৃতি রোমন্থন করছেন। এখানে কবি হৃদয়ের প্রিয়জন হারানোর হাথকার প্রকাশ পেয়েছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রিয়জনকে হারানোর শোকাবহ স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি কবির উদাসীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির প্রতি উদাসীনরা দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। উদ্দীপকে কেবল পুত্র হারানোর শোকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কবিতায় আলোচ্য বিষয় আরও বিস্তৃত। তাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবটিই 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর।— মন্তব্যটি আংশিকভাবে সত্য।



**প্রশ্ন ১৩** ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কেরার নাথ রায়ের সঙ্গে কামিনী রায়ের বিয়ে হয়। কেরার নাথ অনেক আগে থেকেই কামিনীর গুণগ্রাহী ছিলেন। কিছুদিন পরে কামিনী রায়ের জীবনে বেদনার কালো মেঘ জমে ওঠে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে গিয়ে আঘাতজনিত কারণে তাঁর স্বামী মারা যান। এরপর মেয়ে লীলা ও ছেলে অশোকের মৃত্যু হয়। সবকিছু ভুলে থাকার জন্য কামিনী রায় বিভিন্ন সমাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

[ফেনী সরকারি কলেজ। প্রায় নম্বর-৭]

- ক. 'ইতল বিতল' কোন ধরনের রচনা? ১  
খ. 'কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের কামিনী রায়ের সঙ্গে "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার কবির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় স্বামীর মৃত্যুশোকে কবি প্রকৃতি ও সমাজবিমুখ হলেও উদ্দীপকের কামিনী রায় অতিমাত্রায় সমাজমুখী— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

#### ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'ইতল বিতল' হলো শিশুসাহিত্য।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় যে হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকেও বিদ্যমান।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। দুঃসহ বিষয়তায় ভরে ওঠে তাঁর জীবন।

উদ্দীপকে প্রিয়জন হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে। একের পর এক প্রিয়জন হারানোর শোকে কাতর কামিনী রায়ের মন। সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টায় রত তাঁর মন। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির স্বামী মারা যাওয়ায় কবিমন শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। ফলে বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বেজে ওঠে বিষাদের সুর। প্রিয়জন হারালে হৃদয়ের যে করুণ অবস্থা হয়, তা উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে।

**ঘ** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় স্বামীর মৃত্যুশোকে কবি প্রকৃতি ও সমাজবিমুখ হলেও উদ্দীপকের কামিনী রায় অতিমাত্রায় সমাজমুখী— মন্তব্যটি যথার্থ।

আলোচ্য কবিতায় কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে স্বামী নেহাল হোসেনের মৃত্যুতে। কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলে উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

উদ্দীপকে কামিনী রায়ের ব্যক্তিজীবনের হাহাকারের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যু তাকে হতবাক করে দেয়। উপরন্তু পুত্র ও কন্যার মৃত্যু তাঁর হৃদয়কে শূন্যতায় ভরে তোলে। বেঁচে থাকার তাগিদে প্রিয়জনের বিচ্ছিন্নতায় তিনি সমাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন। সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রিয়জনের শোকস্মৃতি ভুলতে চান।

উদ্দীপকের কামিনী রায় এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি উভয়ই প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। আলোচ্য কবিতার কবির মনকে আচ্ছন্ন করে আছে বিষাদময় রিক্ততার সুর যা কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অক্ষুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত প্রকৃতির অপবূর্ণ সৌন্দর্য কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগায় এবং তিনি তাকে ভাবে, ছন্দে, সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবির হৃদয় এতটাই বিষাদময় যে, বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তরজুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বর্ণনা। কিন্তু উদ্দীপকের কামিনী রায় প্রিয়জন হারানোর শোকে শোকাচ্ছন্ন হলেও তিনি সমাজমুখী। সামাজিক কাজের মাধ্যমে তিনি শোককে ভুলতে চান। তাই বলা যায়, প্রণোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ১৪** অতীত দিনের স্মৃতি

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

কেউ দুঃখ লয়ে কাঁদে

কেউ ভুলিতে গায় গীতি

[ধানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দুবলা। প্রায় নম্বর-৩]

- ক. কবি সুফিয়া কামাল কী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন? ১  
খ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কার কথা মনে পড়ে? কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের গানটির সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির চেতনাগত সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩  
ঘ. "প্রেমাপট ভিন্ন হলেও চিরন্তন সত্যের প্রতিচিত্র উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি।" উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

#### ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কবি সুফিয়া কামাল 'জননী' সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

**খ** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির একান্ত প্রিয় স্বামীর কথা মনে পড়ে।

কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তার ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সাধনায় নেমে আসে এক দুঃসহ বিষয়তা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় বিরহ কাতরে। কবিমনের আরাধ্যজনের অনুপস্থিতিতে শোকাতুর কবি হৃদয় তাই বার বার স্বামীর কথা মনে করছে।

**গ** উদ্দীপকের গানটির সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উঠে এসেছে কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখের ছায়াপাত। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কবি হতবিস্মল হয়ে পড়েন। যে কারণে প্রকৃতিতে প্রাণ এলেও তিনি নীরব থাকেন।

উদ্দীপকের গানটিতে একটি জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক-একজনের দুঃখের প্রকাশভঙ্গি একেক রকম। কেউ বা ভুলে যায় আবার কেউ বা মনের কষ্টগুলো বুপায়িত করে গান বা কবিতায়। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও কবি তার ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন। এদিক দিয়ে উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** "প্রেমাপট ভিন্ন হলেও চিরন্তন ছবির প্রতিচিত্র উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রিয়জন হারানোর বেদনা কত যে প্রকট তা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ বোঝে না। সময়ের আবর্তে মানুষের বেদনা ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু কেউ কেউ আবার সর্বদা অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, অতীত দিনের স্মৃতি কেউ কেউ মনে রাখে আবার কেউ বা ভুলে যান। আবার কেউ তার দুঃখের প্রকাশ ঘটায় কবিতা বা গানে। অতীতের বিষাদময় স্মৃতি মানুষকে পীড়া দেয়। তাই জীবনকে নতুন করে সাজাতে হলে অতীতের দুঃখময় স্মৃতি ভুলে থাকাই শ্রেয়।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি প্রিয়জন হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছেন। আমাদের এই আবহমান জীবনে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে। জীবনের নানা ঘট-প্রতিঘাতে কখনো কখনো জীবন থেকে হারিয়ে যায় স্বাভাবিক ছন্দ। কবির জীবনেও এমনটাই ঘটেছে। প্রিয় স্বামীর মৃত্যুতে তিনি শোকে বিহ্বল হয়েছেন। কবি তার এই শোক কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যে, দুঃখ ভুলতে কেউ বা গান গায়, কেউ বা কবিতা লেখে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রেমাপট ভিন্ন হলেও চিরন্তন ছবির প্রতিচিত্র উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি— মন্তব্যটি যথার্থ।



আপন বাসনা মম  
ফিরে মরীচিকা সম  
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে  
বক্ষে ফিরিয়া পাই না  
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,  
যাহা পাই তাহা চাই না।

(বি এ এফ শাহীন কলেজ, মগুরা। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'কুড়ি' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের কবির বাসনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশে বিধৃত অনুভূতির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'কুড়ি' শব্দের অর্থ মুকুল বা অফোটা ফুল।

খ. 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে' চরণটি দ্বারা কবির প্রিয়জনকেন্দ্রিক শূন্যতার দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

মানুষের জীবনে বসন্ত পূর্ণতার প্রতীক। অন্যদিকে শীত শূন্যতা ও রিক্ততার প্রতীক। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মন জুড়ে বিরাজ করছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি। বসন্তের আগমন তাঁর মনে কোন চাঞ্চল্য জাগাতে পারছে না। তাঁর কণ্ঠে নেই বসন্তবরণের গান। মন প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় ভারাক্রান্ত বলে কবি কিছুতেই শীতের করুণ বিদায়কে ভুলতে পারছেন না। বসন্ত তাঁর কাছে আবেদনহীন। উল্লেখ্য, কবি শীতের করুণ বিদায়ের প্রতীকে নিজ স্বামী ও কাব্য সাধনার প্রেরণা-পুরুষের মৃত্যুকে কাব্যমায় ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি কিছুই এই বিয়োগব্যথা ভুলতে পারছেন না। ঋতু-পরিক্রমায় বসন্তের আগমন হলেও শীতের স্মৃতিতে তিনি আচ্ছন্ন। অর্থাৎ প্রিয়জনকে তিনি কোন মতেই ভুলতে পারছেন না।

গ. উদ্দীপকের কবির কাক্ষিত প্রিয়জনকে না-পাওয়া কবিতার কবির প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাধারণত, ঋতু পরিক্রমায় প্রকৃতিতে বিভিন্ন বৃষ-রস-রঙের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অনুভূতি ও চেতনাগত বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বসন্তের আগমনে প্রকৃতি এক অপূর্ণ সৌন্দর্য-সাজ পরিধান করে। মানব মনেও শিহরণ তোলে এই সৌন্দর্য। মানুষ নানা আয়োজন-আচারের মধ্য দিয়ে বসন্তকে বরণ করে নেয়। এটাই স্বাভাবিক রীতি। তবে, ব্যক্তিগতভাবে প্রিয়জন হারানোর মতো বিয়োগাত্মক ঘটনা ঘটলে মানব মনে বসন্তের এই আগমনও কোন আবেদন রাখতে পারে না। কবিতার কবি প্রিয়জনের বিয়োগবেদনায় এতই বেদনাতুর ও শোকাচ্ছন্ন যে বসন্ত সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর দরজায় কড়া নাড়লেও তিনি তাকে বরণ করে নিতে পারছেন না। তাঁর অন্তর জুড়ে শীতের রিক্ততা ও শূন্যতা বিরাজ করে আছে। তিনি কিছুতেই অতীতে বেদনা-স্মৃতি ভুলতে পারছেন না।

কবিতার মতো উদ্দীপকেও এক ধরনের শূন্যতাবোধ ও না-পাওয়াকে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের কবি তাঁর প্রিয়জনকে বক্ষে টেনে নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু তার এই বাসনা চরিতার্থ হবার নয়। কবিতার কবি যেমন আর কখনোই তার হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে ফিরে পাবেন না, তেমনি উদ্দীপকের কবিও কোন এক নিগূঢ় কারণে প্রিয়জনকে আপন করে পাবেন না। এই অচরিতার্থতার কারণে উভয়ই শোকাচ্ছন্ন ও বেদনাতুর। উদ্দীপকের কবি যা চাচ্ছেন তা তিনি পাচ্ছেন- এই সত্যকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। যে চলে যায় সে আর কোন দিন ফিরে আসে না- কবিতার কবিও এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন বলে বসন্তকে বরণ করে নিতে পারছেন না। তাই উদ্দীপকের প্রিয়জনের অনুপস্থিতিজনিত বিয়োগ-ব্যথা প্রকাশের দিকটি কবিতা সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রিয়জনের সাহচর্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অচরিতার্থতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য কবিতায়ও প্রিয়জনকে না পাওয়ার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত-প্রকৃতির অপূর্ণ সৌন্দর্য যে কবি মনে আনন্দ-শিহরণ জাগাবে এবং কবি তাকে নানাভাবে সুর ও ছন্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু শীতের রিক্ত হস্তে প্রস্থান প্রতীকে স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন কবি। প্রিয়জনকে তিনি আর কখনই পাবেন না। এক গভীর বিষাদ ও শোক কবির মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ কারণে বসন্ত তার অপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে প্রকৃতি রাজ্যে আবির্ভূত হলেও কবির অন্তরকে তা স্পর্শ করতে পারছে না। বসন্তকে তিনি বরণ করে নিতে পারছেন না।

উদ্দীপকে মূলত অচরিতার্থ প্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে মানব জীবনের এই গূঢ় সত্য যে, আমরা যা চাই তা পাই না আর যা পাই তা চাই না। উদ্দীপকের কবির মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। প্রিয়জনকে তিনি আপন করে পাচ্ছেন না। তিনি দুই বাহু প্রসারিত করে প্রেমাস্পদকে বুকে টেনে নিতে চাচ্ছেন। কবির এই বাসনা মরীচিকার মতোই অধরা থেকে যাচ্ছে। কোনক্রমেই তিনি প্রিয়জনের সংস্রব পাচ্ছেন না।

উদ্দীপকের কবির এই অপ্রাপ্তি ও অচরিতার্থতার কথাই যেন কবিতাংশে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন ভাষায় তা কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবির প্রিয়জনের সান্নিধ্য-লাভের অচরিতার্থতা আর কবিতার কবির প্রিয়জনের জন্য বিষাদ ও শোক প্রকারে ভিন্ন হলেও চেতনাগত দিক হতে এক ও অভিন্ন। কবিতার কবি প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথাকে শীতের রিক্ততা ও শূন্যতায় প্রতীকায়িত করে তুলে ধরেছেন। ঋতুরাজ বসন্তের আগমন তাঁর মনে কোন আবেদন রাখতে পারছে না। কবি-ভক্তের অনুযোগ কবি বসন্তকে কেন বরণ করে নিচ্ছেন না এবং উপেক্ষা করছেন। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যথা কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। প্রকৃতি রাজ্যে বসন্ত এলেও তাঁর অন্তরে শীতের রিক্ততা বিরাজ করছে। কবিতার এই অপ্রাপ্তিজনিত শূন্যতাবোধই উদ্দীপকের কবিতাংশে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যক্ত হয়েছে। তাই কবিতার আলোকে উদ্দীপকের কবিতাংশে বিধৃত প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের অচরিতার্থতার দিকটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ "কী সহজে হয়ে গেল বলা,

কাঁপালো না গলা  
এতটুকু, বুক চিরে বিবুলো না দীর্ঘশ্বাস, চোখ ছলছল  
করলো না এবং নিজের কণ্ঠস্বর শূনে  
নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।"—

(স্বপ্নাঙ্ক সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫)

- ক. সুফিয়া কামাল কতদূর পড়ালেখা করেছেন? ১  
খ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত কিসের প্রতীক? কীভাবে? ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ৩  
ঘ. উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাবগত ঐক্য আলোচনা করো। ৪

#### ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সুফিয়া কামাল স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।

খ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত কবির উদাসীনতার প্রতীক। বাংলা ষড়ঋতুর মধ্যে বসন্তই শ্রেষ্ঠ। এ ঋতুতে প্রকৃতি সেজে ওঠে বর্ণিল সাজে। এ সময় চারিদিকের ফুলের সমারোহ সকলকে মুগ্ধ করে। কবিসাহিত্যিকেরা তাই এই ঋতু নিয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য সাহিত্য। কিন্তু 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাছে বসন্ত এসেছে ভিন্নভাবে। কারণ প্রকৃতিতে বসন্ত আসলেও তার মন ছেয়ে আছে শীতের রিক্ততায়। তাই কবি বসন্তের আগমনেও রয়েছেন উদাসীন। তাই বলা যায়, 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত কবির উদাসীনতার প্রতীক।



১৭ উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও শোকময় স্মৃতির দিকটি সম্পর্কযুক্ত।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাব্য সাধনায় প্রেরণাপূরুষ স্বামী নেহাল হোসেনের অকাল প্রয়াণে কবির বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অভিযান্ত্রিক প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনে তার কোনো সাড়া পড়েনি। বসন্তের আগমন কবির কাছে ব্যর্থ। শীতের করুণ বিদায়ের মতো তার স্বামী পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গিয়েছে। যার রিবহে কবি আজ রিহু শূন্য, কোনোভাবেই তাকে ভুলতে পারছে না।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও প্রিয়জন হারানোর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে কবির সন্তান কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। সেই সন্তানের প্রতি কবির স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে কবিতাংশে। তবে কবি হৃদয়ে পুত্রশোকের নদীটিতে যেন চর পড়েছে। যার কথা বলতে গিয়ে কবির বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হলো না, চোখ হলহল করল না, এমনকি কণ্ঠস্বরও কাঁপল না। তাই কবি নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে ওঠেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও শোকময় স্মৃতির দিকটি সম্পর্কযুক্ত।

১৮ উদ্দীপকের কবি যেমন সন্তানকে হারিয়ে মর্মান্বিত, তেমনি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালও তার স্বামীকে হারিয়ে বেদনায় মর্মান্বিত।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি প্রিয়জন হারিয়ে শোকে মুহ্যমান। স্বাভাবিক পরিক্রমায় প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে কিন্তু কবি বসন্ত বন্দনায় মেতে ওঠেননি। ব্যক্তিজীবনের বেদনায় কবি এতই ভারাক্রান্ত যে প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও তিনি তা খেয়াল করেননি। তার মন জুড়ে রয়েছে শীতের করুণ বিদায়ের দৃশ্য। ফলে বসন্তের সৌন্দর্য তার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবির প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। একসময় যে পুত্র তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল সেই পুত্রের মৃত্যুর কথা যখন অতিথির কাছে অবলীলায় বলে যায় তখনই তার মনে হয়েছে কেউ যেন তার শোকের নদীটিকে বুক চর করে দিয়েছে। সময়ের স্রোতে কঠিন শোকও হালকা হয়ে যায়। কিন্তু তা মন থেকে কখনই হারিয়ে যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ মানুষের সবচেয়ে বড় শোক। মানুষ শোক ভুলে যেতে চাইলেও সংবেদনশীল মন থেকে তা কখনোই মুছে যায় না। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি স্মৃতির মণিকোঠায় প্রিয়জনের শোকস্মৃতি ধারণ করে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর উদ্দীপকের কবির মানসপটেও একই চেতনার বহমানতা লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবি যেমন সন্তান হারিয়ে মর্মান্বিত, তেমনি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালও তার স্বামীকে হারিয়ে বেদনায় মর্মান্বিত।

১৭ "তুমি ছিলে আমার স্বপ্নে  
তবে আজ কেন বহুদূরে  
অনুভবে ভেসে এসেছিল  
তোমার ভালোবাসার প্রিয় সুর  
তবে আজ কেন বহুদূরে" [সংগৃহীত]

[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রায় বছর-৫]

- ক. সৈয়দ নেহাল হোসেন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. "নাই হলো, না হোক এবারে" উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মনের সুর একই— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "প্রেম এক চিরন্তন চেতনা" উদ্দীপকের আলোকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সৈয়দ নেহাল হোসেন ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ. 'নাই হলো, না হোক এবারে'— এ উক্তি কবি সুফিয়া কামালের অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

জীবনসঙ্গী, সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কবি ভারাক্রান্ত, বাকবৃন্দ। নব বসন্তের অমীয় সৌন্দর্য তাই কবিকে আকর্ষণ করে না। যে মানুষটি কবির জীবনে বসন্তের উচ্ছ্বাস এনেছিল, সে মানুষটি হঠাৎ করেই মাথের সন্ন্যাসীর মতো মিলিয়ে গিয়েছে। প্রিয়জন হারাবার দুঃখ ও বিরহবেদনায় বসন্তের আনন্দ-আবেদন কবির কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। তাই ভক্তদের বসন্ত-বন্দনার অনুরোধে কবি দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করলেন যে এবার নাই বা হলো তাঁর বসন্ত-বন্দনা গীতি, না হোক তাঁর আনন্দ-উল্লাস। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবি ভক্তদের অনুরোধ-আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন আলোচ্য উক্তিটিতে।

১৮ উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রিয়জন হারানোর বিরহবেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সুখস্মৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তির অনুষ্ণ। মানুষ তার প্রিয়জনকে হৃদয়ে লালন করে। তাকে নিয়ে সুখস্বপ্ন আঁকে। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতায় প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেললে বিরহবেদনায় ভোগে। এমন বিরহী মনের পরিচয় পাওয়া যায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবি তাঁর প্রিয়জনের স্মৃতিচারণা করেছেন। যে প্রিয় মানুষটি ছিল তার স্বপ্নের ডুবনে-অনুভবে, যে ভেসে এসেছিল তার একান্ত কাছ, যার ভালোবাসার সুর কবির কাছে খুবই প্রিয় ছিল সে আজ কবির কাছ থেকে দূরে-বহুদূরে। এমন বিরহবেদনার সুর অনুরণিত হয়েছে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও। এখানে কবি আকস্মিকভাবে তাঁর প্রিয় স্বামীকে, সাহিত্যসাধনার উৎসাহদাতাকে হারিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত। তাঁর স্মৃতি কেবলই তাঁর হৃদয়ে ভেসে ওঠে। জাগতিক কোনো সৌন্দর্যই তাকে আর আকর্ষণ করে না। প্রিয়জন কেন এত দূরে গেল এমন মনোবেদনায় দুই কবিই কাতর হয়েছেন। তাদের মনে একই বেদনার সুর বেজে উঠেছে। এদিক থেকে দুই কবির সমান্তরাল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯ উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় চিরন্তন প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই প্রেমচেতনায় ঝঞ্ঝ। এ প্রেম মানবকেন্দ্রিক ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক। প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টিকেই তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। হৃদয়ের চেয়ে আপন করে নেয় প্রিয় মানুষটিকে। সে প্রিয় অনুষ্ণটি তার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে বিরহকাতর হয়। এমন এক চিরন্তন প্রেমচেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়।

উদ্দীপকে চিরন্তন প্রেমচেতনায় কবি প্রিয়জনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। যে ছিল কবির স্বপ্নের आधार, তাকে একান্ত কাছ ধরে রাখতে চেয়েছিলেন কবি। সে দৈবাৎ কোনো কারণে আজ দূরে-বহুদূরে। সে প্রিয়জনের ভালোবাসার সুর কবির হৃদয়ের কানে ভেসে এসেছিল। কিন্তু আজ কেন সে এত দূরে, কবির এমন বাধাজ্ঞা প্রশ্নে এক চিরন্তন প্রেমচেতনাই প্রকাশ পেয়েছে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়ও চিরন্তন প্রেমের ছবি ভেসে ওঠে। কবি তার প্রিয় স্বামী, সাহিত্যসাধনার প্রেরণাদায়ী একান্ত আপনজনকে হারিয়েছেন। কিছুতেই তার স্মৃতিকে ভুলতে পারেন না। তার স্মৃতির কাছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে আছে। তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে প্রিয়জনের প্রেমের ছোঁয়া।

উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় চিরন্তন প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবির কাছে প্রিয়জনের সুখ-স্বপ্ন, পরম স্পর্শ আর ভালোবাসার সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রেমাস্পদের সুখস্মৃতি, উদ্দাদনা, অনুপ্রেরণাই জীবনের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে, যা মনে-প্রাণে কবিকে প্রেম ও বিরহযাতনায় বিম্ব করে। কবির জীবনকে নিরানন্দ করে তোলে। প্রিয়জনের প্রতি এমন অকৃত্রিম আকর্ষণবোধের কারণেই 'প্রেম এক চিরন্তন চেতনা' প্রশ্লোক্ত মন্তব্য সার্থক ও যথার্থ হয়ে উঠেছে।



## বাংলা প্রথম পত্র

**তাহারেই পড়ে মনে সুফিয়া কামাল**

২৫৬. কবি সুফিয়া কামালের জন্ম কোন জেলায়? (জ্ঞান)

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর; সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]

- (ক) কুমিল্লায় (খ) বরিশালে  
(গ) ঢাকায় (ঘ) কুড়িগ্রামে

২৫৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'হে কবি' বলে

কে সম্বোধন করেছে? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ]

- (ক) কবি ভক্ত (খ) কবির স্বামী  
(গ) বসন্ত ঝড় (ঘ) কবি স্বয়ং

২৫৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কাকে মনে

পড়ে? (জ্ঞান) [রা. বো. ১৫]

- (ক) ফাগুনকে (খ) বসন্তকে  
(গ) মাঘের সন্ন্যাসীকে (ঘ) পুষ্পশূন্য দিগন্তকে

২৫৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে অর্থ্য বিরচন

করে? (জ্ঞান) [ক. বো. ১৫]

- (ক) কবি (খ) শীত  
(গ) ভক্ত (ঘ) বসন্ত

২৬০. 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(অনুধাবন) বিরশ্রেষ্ঠ ছুই জাম্বুর রউফ পারলিক কলেজ, ঢাকা; সরকারি পাইলটনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা; কাপ্তান ক্যান্টনমেন্ট পারলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

- (ক) শীতকালকে (খ) বসন্তকালকে  
(গ) কবি-হৃদয়কে (ঘ) কবিভক্তের হৃদয়কে

২৬১. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান) [ডেনী গার্লস ক্যাডেট

কলেজ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পারলিক কলেজ, দুর্গা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ, ইউনিভার্সিটি পাবলিক টিচারি কলেজ, ঢাকা]

- (ক) কুয়াশা (খ) চাদর  
(গ) সমুদ্র (ঘ) দক্ষিণের বাতাস

২৬২. 'লহ' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? (জ্ঞান)

- (ক) লহু (খ) নাও  
(গ) লহমা (ঘ) নবীন

২৬৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন বিষয়ে

তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন? (জ্ঞান) [ডা.

আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

(ক) কবি ও পাঠকের সম্পর্ক

(খ) কবি ও তাঁর প্রতিবেশীদের সম্পর্ক

(গ) প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক

(ঘ) প্রকৃতি ও প্রেম সম্পর্ক

২৬৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমন

কবির মনে যে অনুভূতি জাগাবার কথা ছিল—

(অনুধাবন)

- i. আনন্দ  
ii. শিহরণ  
iii. সুর ও ছন্দের মূর্ছনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মন

বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে — (অনুধাবন) [কক্সবাজার

সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]

- i. স্বামীর মৃত্যুর কারণে  
ii. শীতের বিদায়ের কারণে  
iii. প্রিয়জন হারানোর কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬৬ ও ২৬৭ নম্বর প্রশ্নের

উত্তর দাও:

'আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে

এত বাঁশি বাজে, এত পাখি পায়।'

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; লোহাগড়া কলেজ, নড়াইল]

২৬৬. উদ্দীপকের 'বসন্ত' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়

কবির মনে কী বহন করেছে? (প্রয়োগ)

- (ক) শীতের রিক্ততা (খ) মাঘের সন্ন্যাসী  
(গ) বিষাদময় রিক্ততা (ঘ) গৈরিক সন্ন্যাসী

২৬৭. উদ্দীপকের ফুলের মতো 'তাহারেই পড়ে মনে'

কবিতায় কোন ফুলের উল্লেখ আছে? (প্রয়োগ)

- (ক) মাধবী (খ) শিমুল  
(গ) বকুল (ঘ) পলাশ



## বাংলা প্রথম পত্র

### সেই অস্ত্র আহসান হাবীব

২৬৮. আহসান হাবীবের জন্ম কোন জেলায়? (জ্ঞান) [গতঃ

মজিন মেমোরিয়াল (এমএম) সিটি কলেজ, খুলনা]

ক) কুমিল্লা খ) নোয়াখালী

গ) পিরোজপুর ঘ) ফেনী

২৬৯. পৃথিবীর মানুষ আজ বড় বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। 'সেই অস্ত্র' কবিতানুসারে কোন জিনিসটি পারে মানুষের এই ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে? (জ্ঞান)

ক) বিশ্বাস খ) সহনশীলতা

গ) ভালোবাসা ঘ) প্রতিযোগিতা

২৭০. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় বার বার বিধ্বস্ত হওয়া কোন নগরীর কথা উল্লেখ আছে? (জ্ঞান) [জাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর]

ক) ট্রয় খ) এথেন্স

গ) রোম ঘ) স্পার্টা

২৭১. মানব বসতির বৃক্কে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কেন?

(অনুধাবন) [মুহিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক) মানুষের প্রতি মানুষের জিঘাংসার কারণে

খ) মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণে

গ) মানুষের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার কারণে

ঘ) আগুনের প্রতি ভালোবাসার কারণে

২৭২. কবির কাল্পনিক অস্ত্র উত্তোলিত হলে নদী কেমন

হবে? (জ্ঞান) [নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ]

ক) আরও বেগবান খ) আরও উত্তাল

গ) আরও কল্লোলিত ঘ) আরও দীঘল

২৭৩. 'অমোঘ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক) অব্যর্থ খ) চিরন্তন

গ) অনন্ত ঘ) চরম

২৭৪. হিংসা ও করাল গ্রাসে অনেকেই কী শূন্য হয়ে পড়ে?

(জ্ঞান)

ক) সম্পদশূন্য খ) অর্থশূন্য

গ) মানবিকতাশূন্য ঘ) অন্তঃসারশূন্য

২৭৫. 'যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে— (অনুধাবন)

[মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পান্ডুগড়া]

i. শান্তির অস্ত্রের প্রতীক

ii. মারণাস্ত্র পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা

iii. শান্তির বীজ বপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii